গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯

আইন অধিশাখা
জুলাই, ২০১৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। বদ্ধ জলাশয়সমূহ ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও বসতবাড়ি নির্মাণের কারণে মৎস্য চাষের সুযোগ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। অথচ মাছ চাষের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নাই। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় নদীতে খাঁচা স্থাপন করে কিছু কিছু জেলায় মাছ চাষ করা হচ্ছে। খাঁচায় মাছ চাষ করে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় অনেকে নদীতে খাঁচা স্থাপন করে মাছ চাষে আগ্রহী। খাঁচা স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষের জন্য নদী বা জলাশয় ব্যবহারের জন্য কোনো নীতিমালা বা নির্দেশনা না থাকায় খাঁচায় মাছ চাষ সম্ভাবনাময় খাত হলেও উহা আশানুরূপভাবে বিকশিত হচ্ছে না। তদারকবিহীন মাছ চাষের জন্য খাঁচা স্থাপন করা হলে নদীর অবাধ প্রবাহ ও নৌ-চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এবং জলজ প্রতিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এ বিবেচনা করে সরকার জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নদীতে ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ করা হলে অবাধ পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত হবে না, নৌ-চলাচল ব্যাহত হবে না, তদারকিমূলক কার্যক্রম সহজতর হবে এবং জলজ প্রতিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে খাঁচায় মাছ চাষের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
নীতিমালার উদ্দেশ্য	২
নীতিমালার আইনানুগ ব্যাপ্তি	২
নীতিমালার আইনগত ভিত্তি	২
খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য আবেদনকারী নির্বাচন	২
খাঁচা স্থাপনের জন্য আবেদন	৩
আবেদন অনুমোদন ও অনুমতিপত্র প্রদান প্রক্রিয়া	৩
ফি নির্ধারণ	৪
খাঁচায় মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫
খাঁচায় মৎস্যচাষের জন্য বিবেচ্য কারিগরি বিষয়সমূহ	৬
বিবিধ	৮
পরিশিষ্ট-ক	৯
পরিশিষ্ট-খ	১১